কিয়া মোটরস ইন্ডিয়া বেঙ্গালুরু ক্লাবের সঙ্গে চার বছর অংশীদারিত্বের এক চুক্তিপত্র সই করল

স্টাফ রিপোর্টার: বিশ্বের ৮তম বৃহত্তর অটোমেকার হল কিয়া মোটরস যারা বেঙ্গালুরু ফুটবল ক্লাব যেটি হল চলতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ২০১৯ থেকে শুরু করে ২০২১-২২ সিজনের শেষ অবধি প্রধান স্পনসরার হিসাবে রয়েছে তাদের সঙ্গে সর্বপরি নতুন অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করল কিয়া মোটরস। এই অংশীদারিত্বটিকে বিধিবদ্ধ করতে কিয়া মোটরস ইন্ডিয়া এবং বেঙ্গালুরু ফুটবল ক্লাব চার বছরের এক মউ (মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) চুক্তিপত্রে সই করেন কিয়া মোটরস ইন্ডিয়ার এমডি এবং সিইও কুখ্যান সিম এবং বেঙ্গালুরু ফুটবল ক্লাবের সিইও পার্থ জিন্দাল।

এই অনুষঙ্গের অংশ হিসাবে বিএফসির জার্সির সামনের দিকে কিয়া মোটরসের লোগোটা থাকবে যা তারা প্রথম গেম যেটি আগামী ৭ অক্টোবর শুরু হচ্ছে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে সেখানেই পরবে।

বিগত পাঁচ বছরে ভারতীয় ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সকল ক্লাব হল বেঙ্গালুরু এফসি কারণ ২০১৩ সালে ক্লাবটির সূচনা হওয়ার পর থেকে প্রতিটি সিজনে তারা এক একটা বৃহত্তর ট্রফি জয় লাভ করেছে। ২০১৬ সালের এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন কাপ (এএফসি কাপ)-এর ফাইনালে ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে বেঙ্গালুরু এফসি হল প্রথম ক্লাব যারা মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় উচ্চস্তর অবধি পৌঁচ্ছেছিল। ভারতীয় ফুটবল কমিউনিটির জন্য এই অংশীদারিত্বটি উন্নতির এক বৃহত্তর পদক্ষেপ কারণ সারা দেশজুড়ে মিলিয়ান স্পোর্টস উৎসাহীদের জন্য অবিস্মরণীয় ফ্যান এক্সপিরিয়েন্স গড়ে তুলবে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড পার্টনার।

কিয়ার বিশ্বব্যাপী স্পোর্টস স্পন্সরারশিপ পোর্টফোলিওর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নাম হল ফিফা, ইউইএফএ ইউরো লিগ, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং এলপিজিএ। ২০১৯ সালের জুন মাসে কিয়া তাদের ইন্ডিয়া ব্র্যান্ডটি উদ্বোধন করার কথা ঠিক করে রেখেছে তাই তার আগে নিজেদের সাফল্যের কাহিনি ও লক্ষ্যের কথা সবাইকে জানাতে এবং বিশেষত তরুণ ফ্যানদের মধ্যে নিজেদের সামাজিক নিয়োগকে মজবুত করতে এই অটোমেকার বিএফসিকেই যথার্থ অংশীদার হিসাবে খুঁজে পেয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের জগতে বেঙ্গালুরু ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে কিয়ার এই অংশীদারিত্ব হল এক ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ। বিভিন্ন স্পোর্টস পার্টনারশিপের এক সমৃদ্ধশালী অবজ্ঞাত অবস্থা রয়েছে কিয়ার যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অনেক বিশ্বমানের স্পোর্টিং ইভেন্টস ও টিম। ভারতে নিজেদের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করতে কিয়ার এই বেঙ্গালুরু এফসিকে মাধ্যম হিসাবে নির্বাচন করার বিষয়টি ক্লাবের জন্য খুব গর্বের ব্যাপারে এবং এই ক্লাবের ফ্যানদের জন্য এটি এক বিশাল ইচ্ছাপূরণ যা এই ব্যাঙ্গালোর শহর এবং এই দলটি করে দেখিয়েছে। জেএসডব্লু নামের জার্সিটি এক সময় যে ক্লাব খুব গর্বের সঙ্গে পরত আজ সেই বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে এই নামটি সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। এখন কিয়ার মতো ব্র্যান্ডকে পাশে পেয়ে আমরা পরিকল্পনা করছি আমাদের দেশে ফুটবল খেলাটিকে উন্নত করতে অনেক কিছু করব, বললেন বেঙ্গালুরু ফুটবল ক্লাবের সিইও পার্থ জিন্দাল।

ফিফা অফিসিয়াল ম্যাচ বল কেরিয়ার (ফিফা ওএমবিসি) অনুষ্ঠানটি থেকে ভারত প্রথমবার রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়া ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৮-র জন্য অফিসিয়াল ম্যাচ বল কেরিয়ার পেল তাই এরপর ভারতে খেলাধূলার বিষয়টিতে উৎসাহদান করতে কিয়া মোটরস ইন্ডিয়ার জন্যও এই অংশীদারিত্বটি হল এক বৃহত্তর পদক্ষেপ। কিয়া ব্র্যান্ড হিসাবে খুব তরুণ প্রকৃতির তাই তারা বিশ্বাস করে অটোমোবাইলসের ঊর্ধ্বে গিয়ে সমাজ গড়া এবং গ্রাহকদের জীবনযাপনে উন্নতি করার ক্ষমতা রয়েছে ফুটবলের ফলে বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে এই অংশীদারিত্বটি করে তারা সেই বিশ্বাসের পুনারাবৃত্তি করছে।

কিয়া মোটরসের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুখ্যান সিম এই নতুন অতশীদারিত্বটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, ‘কিয়ার সদস্য হিসাবে আমরা বিশ্বমানের গাড়ির ব্যাপারে ঠিক যতটা উৎসাহী ততটাই আমরা খেলাধূলার বিষয়েও উৎসাহী।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়নশিপদের সঙ্গে আমাদের অতীতে এবং বর্তমানে থাকা অংশীদারিত্বগুলিই হল খেলাধূলার প্রতি আমাদের উদ্দীপনার প্রমাণ। ভারতে যেহেতু আমরা এই ব্র্যান্ডটিকে সম্প্রসারিত করছি সেহেতু আমাদের লক্ষ্য হল দেশের তরুণদের উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করা যাতে তারা বিশ্বব্যাপী স্পোর্টস কমিউনিটির অংশ হয়ে ওঠে। বেঙ্গালুরু এফসির মতো একটি দলের সঙ্গে হওয়া অনুষঙ্গে আমরা গর্বিত কারণ আইএসএল-এর সবচেয়ে ধারাবাহিকভাবে সাফল্যময় দলগুলোর মধ্যে এটি একটি তাই আমরা আশা করছি সারা ভারতের মিলিয়ান ফুটবল উৎসাহীদের জন্য বহু স্মরণীয় মুহূর্তের মাধ্যমে এই সিজনটি দুর্দান্ত হতে চলেছে।

উত্তরপ্রদেশ সফর করবেন রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার: কানপুরে রাষ্ট্রপতি মহিলাদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবেন। ফেডারেশন অফ অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গায়নোকলজিক্যাল সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া এবং কানপুর অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গায়নোকলজিক্যাল সোসাইটি যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। কানপুরে ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আয়োজিত এক আলোচনাসভাতেও রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেবেন। তিনি সেখানে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামলাল প্রসাদের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন।

সেদিনই তিনি লক্ষ্ণৌতে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক আয়োজিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের পাশাপাশি বিজ্ঞান ভারতীর উদ্বোধন করবেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সঙ্গে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট বিশাল ঝাঝোরিয়া এবং এমসিসিআই-এর ডিডি জিএস রায়।

ভারতে রাশিয়ার বিনিয়োগ বাড়াতে ফাস্ট ট্র্যাক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: ভারতে রাশিয়ার সংস্থাগুলির বিনিয়োগ বাড়াতে একটি ‘এক জানালা’ বিশিষ্ট ফাস্ট ট্র্যাক ব্যবস্থা গঠনের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। রাশিয়ার সংস্থাগুলিকে ভারতে বিনিয়োগের সুবিধা করে দিতে বিশেষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনিয়োগের জন্য স্থাপিত এই ফাস্ট ট্র্যাক ব্যবস্থা দেখভাল করবেন কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি ও প্রসার দফতরের সচিব। নতুন দিল্লিতে শুক্রবার ভারত-রাশিয়া শীর্ষ বাণিজ্য বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রভু একথা জানান। ভারতীয় শিল্প মহাসঙ্ঘ, কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি ও প্রসার দফতর এবং ‘ইনভেস্ট ইন্ডিয়া’ যৌথভাবে এই বাণিজ্য বৈঠকের আয়োজন করেছে।

প্রভু আরও জানান, ভারতে ইতিমধ্যেই রাশিয়ার বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ যে ‘ডেস্ক’ স্থাপন করা হয়েছিল, আজ (৫ অক্টোবর) ঘোষিত নতুন এই ব্যবস্থাটি তার অতিরিক্ত। প্রভু জানান, আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডর স্থাপন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়নের সঙ্গেও শীঘ্রই উন্মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এই বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে, যে বিপুল বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তাতে এই অঞ্চলের সমস্ত দেশই লাভবান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে, দুই দেশের মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক অংশীদারিত্বও বিমান পরিবহণ, রেল এবং লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিরাট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী ম্যাক্সিম ওরেশকিন বলেন, ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে রাশিয়া একটি বিশেষ রণকৌশল তৈরি করছে। দ্বৈত কর প্রত্যাহার চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার বিষয়টিতেও রাশিয়া ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তুলতে আগ্রহী বলে তিনি জানান। এছাড়াও, উভয় দেশের জাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে বাণিজ্যিক লেনদেনেও রাশিয়া গুরুত্ব দিচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে একটি মজবুত স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলাই দুই দেশের সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ২০১৪-র ডিসেম্বরে দুই দেশের নেতৃবৃন্দ ২০২৫ নাগাদ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল।

শহরে স্বচ্ছতা র‍্যালি ভাইভাই সংঘের।

আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্তরে পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে এল পশ্চিমবঙ্গ

স্টাফ রিপোর্টার: কেন্দ্রীয় পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মন্ত্রক অনুমোদিত ২০১৮-র জাতীয় স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ পুরস্কার প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শীর্ষস্থানাধিকারী রাজ্য, জেলা এবং সর্বাধিক নাগরিক অংশীদারিত্ব সম্পন্ন জেলাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মহাত্মা গান্ধি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধান সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এই পুরস্কার প্রদান করেন। হরিয়ানা শ্রেষ্ঠ রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। তারপরেই রয়েছে যথাক্রমে গুজরাত এবং মহারাষ্ট্র। শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা। উত্তরপ্রদেশকে পুরস্কৃত করা হয়েছে সর্বাধিক নাগরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রশাসিত স্তরে পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ। এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ছত্তিশগড়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ঝাড়খণ্ড। কেন্দ্রীয় পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দফতরের মন্ত্রী উমা ভারতী নতুন দিল্লিতে প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্রে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মন্ত্রক নিরপক্ষ সংস্থার মাধ্যমে মান ও পরিমাপের ভিত্তিতে দেশের সব জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে ‘স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০১৮’ কর্মসূচির সূচনা করে। এরই অঙ্গ হিসেবে দেশের ৬৮৫টি জেলার ৬,৭৮৬টি গ্রামকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। সমীক্ষকদল এই ৬,৭৮৬টি গ্রামের বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাট, বাজার, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। প্রায় ১,৮২,৫৩১ জন নাগরিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় গ্রামের মানুষের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। মানচিত্র এবং সহজ, সরল যন্ত্রের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ, ২০১৮-র এই সমীক্ষায় দেড় কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সল্টলেকের আইএনআইএফজি’র ছাত্র-ছাত্রীরা শামিল হলেন আগমনি-২০১৮-এর র‍্যাম্পে।

ভোপাল মেট্রো রেল প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভোপাল মেট্রো রেল প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় কারোন্দ সার্কেল থেকে এইমস পর্যন্ত এবং ভাড়ভাড়া স্কেয়ার থেকে রত্নগিরি তিরাহা পর্যন্ত দু’টি রেল করিডর নির্মাণ করা হবে, যার মোট দৈর্ঘ ২৭.৮৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে কারোন্দ সার্কেল থেকে এইমস পর্যন্ত করিডরের দৈর্ঘ ১৪.৯৯ কিলোমিটার এবং ভাড়ভাড়া থেকে রত্নগিরি তিরাহা পর্যন্ত করিডরের দৈর্ঘ ১২.৮৮ কিলোমিটার। এই প্রকল্প পায়িত হলে ভোপাল শহরের প্রধান ও ব্যস্ত জায়গাগুলির সঙ্গে মেট্রো যোগাযোগ স্থাপিত হবে। কারোন্দ সার্কেল থেকে এইমস পর্যন্ত মেট্রো লাইনের অধিকাংশ অংশই মাটির ওপরে থাকবে। এই অংশে মোট ১৬টি স্টেশনের মধ্যে ১৪টিই মাটির ওপরে এবং দু’টি ভূগর্ভস্থ হবে। ভাড়ভাড়া স্কোয়ার থেকে রত্নগিরি তিরাহা পর্যন্ত করিডরে মেট্রো লাইনের ১৪টি স্টেশনই মাটির ওপরে নির্মাণ করা হবে। এই মেট্রো প্রকল্পের ফলে শহরবাসীরা সুলভে ও নিরাপদে এক বিশ্বাসযোগ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। সেই সঙ্গে, দুর্ঘটনার সংখ্যা যেমন কমবে, তেমনই দূষণ, সফরের সময়, বিদ্যুতের খরচ এবং অসামাজিক ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্প রূপায়ণে আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৬,৯৪১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। চার বছরে প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ হবে। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মধ্যপ্রদেশ মেট্রো রেল কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণের খরচ কেন্দ্রীয় সরকার এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার সমানভাবে বহন করবে। খরচের কিছু অংশ ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে।

এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করার জন্য ইতিমধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এর কাজ শুরু হবে।

হ্যান্ডলুম হেরিটেজ উদ্‌যাপন করল সিক্স ইয়ার্ড

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে হ্যান্ডলুম হেরিটেজ উদ্‌যাপন করা হল সিক্স ইয়ার্ড অ্যান্ড ৩৬৫ ডেস-এর পক্ষ থেকে। প্রখ্যাত লেখিকা সুনীতা বুদ্ধিরাজা এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অংশ হিসেবে কাজ করছে এই সংস্থা। হাজির হয়েছিলেন ২৪০০০ জন হ্যান্ডলুম শাড়ি প্রেমী মহিলা। জাপানের কনসাল জেনারেল মাসাযুকি তেজা-এর উদ্বোধনে ছিলেন।